শারিয়া - ক্যানাডার মুক্তিযুদ্ধ ২

যখন ক্যানাডায় শারিয়া-তান্ডব নিয়ে চলতি ঘটনা নিয়ে লেখার কথা ভাবছি তখনই আ. স. ম. জিয়াউদ্দিনের লেখাটা এল সদালাপে http://www.shodalap.com/ZIA_CHIRKUT40.pdf . জিয়া ঠিক সেই প্রশ্নগুলোই করেছেন যা অনেক মুসলমানের মনে দানা বেঁধে আছে। তাই সে নিবন্ধের প্রেক্ষাপটে আমি কিছু অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ বিষয় খোলাসা করার চেষ্টা করব, এর অনেক বেশী প্রমাণ দেয়া আছে http://www.JamatePislami.com -ওয়েব সাইটে।।

রাজনৈতিক ইসলামের কেতাবপত্র ও নেতাদের লেখা পড়লে স্পষ্ট দেখা যায় শারিয়াকে আল্লার আইন হিসেবে বিশ্বাস করার ফলে দুনিয়ায় শারিয়া-ভিত্তিক রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠাই তাদের কাছে ইসলামের অংশ, এ উদ্দেশ্যের পথে যে কোন বাধাকে "উচ্ছেদ" করাই তাদের ইবাদত। এখানে আইন দিয়ে ইসলাম করানো হয়, এখানে "লাকুম দ্বিনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন" বা "লা ইকরাহা ফিদ্বীন"এর-এর কোন স্থান নেই। এই সর্বনাশা অপদর্শনের ফলে রক্তপাতে মুসলিম-ইতিহাস ভরপুর। ওই একই আক্রমণকারী একই অপদর্শনে করেছে একাত্তরের বাংলাদেশে সামরিক এবং এখন ক্যানাডায় সাংস্কৃতিক আক্রমণ। এ শত্রুর বিরুদ্ধে দু'টোই নির্ভেজাল মুক্তিযুদ্ধ। একাত্তরে ওদের হাতে ছিল কামান-বন্দুক, চৌত্রিশ বছর পরে ক্যানাডায় ওদের আছে ১৯৯১-এর আইন, ওরা তাই প্রয়োগ করেছে। "যার যাহা অস্ত্র পিতঃ, তার তা সম্বল। ব্যঘ্র-সনে নখে দন্তে নাহিক সমান, তাই বলি' ধনুঃশরে বধি' তার প্রাণ, - কোন নর লজ্জা পায়?" - কবিগুরু। দু'টোতেই ওরা পরাজিত হয়ে বিশ্ব-মুসলিমের কত যে ভাল হয়েছে তা আজ পাকিস্তানের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। জামাত যে ইসলাম নয় সেটা প্রতিষ্ঠা করাই তো আমার চেষ্টা, যাতে মত্যানিজামীরা বলতে না পারে জামাতের সমালোচনা করা ইসলামের সমালোচনা করার নামান্তর (নিজামীর চট্টগ্রামের বক্তৃতা)। শারিয়া ও জামাত একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ এবং জামাত বাংলাদেশে নিশ্চয় বড়ই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের বিরোধীতার আগে ও পরেও।

ওদের এ পরাজয়ে সংখ্যালঘু হিসেবে আমাদের অধিকার মোটেই খর্ব হয়নি কারণ ১৯৯১ সালের ওই আইনের আগেও আমাদের জন্য মসজিদের দরজা উন্মুক্ত ছিল, এ আইন বাতিল হবার পরেও থাকবে। তা ছাড়া এতে সব ধর্মের কোর্টই নিষিদ্ধ হয়েছে বলে আমাদের প্রতি কোন বৈষম হয়নি (আইনটা এখনো বাতিল হয়নি, হবার প্রস্তুতি চলছে পার্লামেন্টে)। এ আইনের আগেও আমরা এখানে দিব্যি ইসলামি জীবন-যাপন করতে পারতাম, মসজিদে মীমাংসার জন্য (মেডিয়েশন) যেতে পারতাম, আইন বাতিল হলেও আমরা তা পারব। সমস্যা যেটা হয়েছে তা হল, ২০০৩ সালে দারুল কাদা (ইসলামি ইনষ্টিটিউট অফ সিভিল জাষ্টিস অ্যান্ড মুসলিম কোর্ট অফ আর্বিট্রেশন) বানিয়ে দাবী করা হয়েছে যে, সরকারী আইনে তাঁদের যেন এ মর্যাদা (আর্বিট্রেশন) দেয়া হয় যাতে তাঁদের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল করা না যায়। কারণ, "মেডিয়েশনের কোন দাঁত নেই, আর্বিট্রেশনের আছে" -(কোর্টের ব্রশিয়র)। অর্থাৎ উনারা দাঁত চান। কি জন্য চান তা আর ব্যাখ্যা করলাম না।

আমরা দাঁড়িয়েছি শুধু এই দাঁতের বিরুদ্ধেই, মসজিদ-মেডিয়েশনের বিরুদ্ধে মোটেই নয়। শারিয়া কোর্টের এ আবদার হল বহুসাংস্কৃতিকতার ছদ্মবেশে ধর্মীয় স্বৈরতন্ত্রের অনুপ্রবেশ। একটা সভ্য দেশে সরকারের সমান্তরাল অন্য বিচার ব্যবস্থা আইনগতভাবে অনুমোদিত হলে সেটা অনেক দিক দিয়েই সারা বিশ্বে, বিশেষতঃ মুসলিম বিশ্বে অনেক সর্বনাশের দরজা খুলে দেবে। এত এত মুসলিম বিশেষজ্ঞরা, মানবাধিকার সংগঠন ও নারী-সংগঠন সে জন্যই ক্যানাডার শারিয়া কোর্টের বিরোধীতা করলেন, এ কারণকে গভীরভাবে ভেবে দেখতে আমি সবাইকে অনুরোধ করি। আইনগত কারণও আছে। পারিবারিক সমস্যায় বিবাহ-বিচ্ছেদ হতে পারে এবং তাতে বদলে যায় খাজনা-আয়কর-শিশুভাতা যেগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ার, প্রাদেশিক নয়। তাই এ আইন বানানো প্রাদেশিক সরকারের অধিকারের বাইরে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য ccmw-র ওয়েবসাইট দেখতে পারেন, বিশেষ করে আইনবিদ নাতাশা বখ্‌ত্-এর নিবন্ধটা। আমাদের উকিল প্রাক্তন অ্যাটর্নী জেনারেল ম্যারিওন বয়েডকে দেখিয়েছেন, ১৯৯১-এর এই আইন ১৫০ ক্ষেত্রে বে-আইনী। বয়েড এর একটারও জবাব দেন নি, দিতে পারেন নি।

আগেই বলেছি এখনও আমরা যে কোন মসজিদে যেতে পারি। টরন্টোর নূর মসজিদে প্রশংসনীয়ভাবে মুসলমানদের পারিবারিক সমস্যার মধ্যস্ততা করা হয়, কোনই পয়সা নেয়া হয়না। এটাই ক্যানাডার বহুসাংস্কৃতিক সমাজ। এর কর্ণধারদের আমি ব্যক্তিগতভাবে সৎ দেখেছি। এখানেই দারুল কাদা'র নেতৃত্বের হিংস্রতা ও দুর্নীতির কথা অবিধারিত এসে পড়ে। তাঁদের ব্রসিয়রে অনেক ঠকবাজী ও হিংস্রতা আছে, কিছু দেখাচ্ছি। কারণ কোন ড্রাইভার "ইসলামি কোর্ট"-এর গাড়ী চালাবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ ।

শারিয়া-কোর্টে না গিয়ে ক্যানাডার কোর্টে গেলে (এ অধিকার আমাদের আছে) আপনি হবেন মুরতাদ। এ ঘোষণা আসলে আমাদের নারীদের ব্ল্যাকমেইল করা ছাড়া আর কিছুই নয়। মতভেদ হলেই বিপক্ষকে মুরতাদ ঘোষনার এ এক ভয়ংকর

কোরাণ-বিরোধী প্রথা, এ কুপ্রথায় মুসলিম-ইতিহাসের অতিত-বর্তমানে অসংখ্য রক্তপাত হয়েছে। ইতিহাসে কোন শারিয়া কোর্টে বাদী-বিবাদীকে টাকা দিতে হয়নি, এ কোর্টে দিতে হত। আমাদের ভুললে চলবেনা যে এ কোর্টের সমর্থনে প্রচুর উকিল-ব্যারিষ্টার জড়িত। কারণ এখানে পয়সা আছে। ক্যানাডার পারিবারিক আইন আগে খুব ভালো থাকলেও ১৯৯১ সালে আইন হবার সাথে সাথে কেন খারাপ হয়ে গেল না তা বলা হয়নি। এ আইন তো গীর্জায় বসে ঈহুদী-খ্রীষ্টানেরা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বানায় নি। এই টরন্টো জেনারেল হাসপাতালের ডঃ বেন্টিং আর ডঃ বেষ্ট যেমন ১৯৩৫ সালে বানিয়েছিলেন ইনসুলিন, তেমনি আইনবিদেরা বানিয়েছেন এ পারিবারিক আইন। এতে যদি ন্যায়বিচার না হয় তবে সাংসদীয় পদ্ধতিতে সেটা বদলানোর চেষ্টা করলেই তো হয়। একটা ইসলামি ওয়েবসাইট **(BUZM FORUM)** যিনি চালান সেই ডঃ সাব্বির বলেছেন এরা অনেক আইনেই ইসলামি ন্যায়বিচারের মর্মবাণীকে নিজের অজান্তে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। ছোটবেলায় পড়েছিলাম আমাদের কোন এক বিখ্যাত গুণী পশ্চিম ঘুরে এসে বলেছিলেন ওখানে ইসলাম দেখে এলাম। আর, এ পারিবারিক আইনে যদি ন্যায়বিচার হয় তবে ইনসুলিনের মত বা এদের বানানো গাড়ি-কম্পিউটারের মত আমরা নিশ্চয়ই এ আইন ব্যবহার করতে পারি।

ব্রসিয়রে আছে বাদী-বিবাদীর ইচ্ছে মত পাঁচ (শিয়া মজহাব সহ) মজহাবের যে কোন একটা প্রয়োগ করা হবে। ওই পাঁচ মজহাবের আইনগুলো প্রচন্ড নারী বিরোধী, তাই শারিয়া-সমর্থকেরা হাজারো নিবন্ধ লেখেন কিন্তু কস্মিনকালেও আইনগুলো দেখান না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আইনগুলো দেখালে বিবেকবান মুসলমান নিশ্চয়ই শারিয়া বর্জন করবেন। বহু ইসলামি বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতি দিয়ে শারিয়া ও কোরাণের আয়াত উদ্ধৃত করে আমিও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি দেখাতে যে শারিয়া কোরাণের খেলাফ। মুসলমানদের বাঁচতে হবে মুসলমান হিসেবে গর্বিত পরিচিতি নিয়েই এবং শারিয়া দিয়ে তা সম্ভব নয় ঠিক যেমন সতিদাহ দিয়ে হিন্দুদের গর্ব সম্ভব নয়। তাই শারিয়া-বিরোধীতা ইসলাম-বিদ্বেষ তো নয়ই বরং তার উল্টো। শারিয়া কোরাণের মর্মবাণীকে লংঘন করে বলেই মানবাধিকার লংঘন হয়, ইসলামের বদনাম হয়। যথেষ্ট প্রমাণ আছে কোরাণে, দেখুন সুরা আল আরাফ ৬১ ও ৬২, ৬৭ ও ৬৮, ৭৯, ৯৩, কাহ্ফ ২৯, ৫৬, ইউনুস ১০৮, আল গাসিয়াহ ২১ ও ২২, আল আনাম ৪৮, ১০৭, আল আহযাব ৪৫ ও ৪৮, আল-আহ্ক্বাফ আয়াত ৯ ইত্যাদি। ইসলাম শুধুমাত্র নৈতিক পথনির্দেশ, আইনের ডান্ডা নয়। শারিয়া-আইনের অনেক নমুনা দেয়া আছে আমার সাইটে, কোরাণ-লংঘনের কিছু সুত্র দিচ্ছিঃ-

1. Law of stoning to death for committing prohibited sex violates Chapters Noor, verses 2 &3, Nisa 15, 16 and 25. The Qura'an does not prescribe death sentence but accepts repentance for such act. The verse does not relate to rape but Sharia includes rape in this punishment.

2. Law of requirement of four adult male Muslim eyewitnesses to prove rape is rediculous. Punishing raped girls and women for adultery and fornication is cruel and nonsense.

3. Law of rejecting women's eyewitness in Hudood cases violates Chapter Noor 4, 11-20. The verses require not the accused but the accuser to produce four adult male eyewitnesses to prove adultery/fornication. The verses were revealed to stop men from blaming women of unfounded adultery. Sahi Bukhari Vol-5, Hadith # 462, confirms this violation.

4. Unrestricted Polygamy law violates Chapter Nisa verses 3, 4 and 127. Polygamy is admissible only in case of vulnerable orphans in specific circumstances , Prophet did not allow it for Fatima. Sahi Bukhari Hadith # 2428, 2472 and 2473 confirm this violation.

5. Law of killing apostates violates Chapter Nisa 94, Bakara 256, Tawbah 66, 74, Imran 86, 88, Nahl 106 etc. Allah says that it is only Him who would punish some of them and pardon the rest. The Prophet sentenced none of the three persons recorded to leave Islam in his time, including his revelation-writer Abdulla Bin Sa'ad, to death.

6. Law of instant divorce by Muslim husbands violates Chapter Bakara 228 & 229 and Twalak 1 & 2. Finality of a divorce requires two witnesses and takes months.

7. Law of forcing divorced women to marry a stranger, have sex with him and get divorce from him to remarry former husband is nothing but forced prostitution.

8. Law of prohibiting non-Muslims from buying the Qura'an and Hadis (Shafi'i Law #k 1.2.e – page 379) violates Chapter Wakwiya verse 79, which says, "None except clean persons shall touch the Qura'an".

আরও বহু আছে এরকম। এর পরেও কিছু মুসলমান শারিয়াকে ইসলাম মনে করে শারিয়া-কোর্টকে সমর্থন করেন, - তাঁদেরকে দলিল দিয়ে বোঝানো ছাড়া আমাদের উপায় নেই। শারিয়াকে সমর্থন করা আমাদের জন্য একান্তই আত্মঘাতী। আবারও বলি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আইনগুলো ও অতিত-বর্তমানে তার প্রয়োগের ভয়াবহতা দেখালে বিবেকবান মুসলমানেরা নিশ্চয়ই শারিয়া বর্জন করবেন, কিছু জামাতি করেছেনও। আমরা কেন ভুলে যাব যে, মানবাধিকারকে কেতাবের পরীক্ষায় পাশ করতে হবে না, কেতাবকেই মানবাধিকারের পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। এবং একমাত্র কোরাণই সেটা পারে যদি আক্ষরিক অর্থ না নিয়ে তার মর্মবাণী মেনে চলা হয়।

শারিয়া-সমর্থকেরা বড় গলায় চিৎকার করে যে এ আইন না হলে তাদের ইসলামি জীবন-যাপন সম্ভব নয়, কিন্তু শারিয়া-কোর্ট বাতিল হলেও তারা কখনোই ক্যানাডা ছেড়ে যাবে না, এ দেশের আইন-সংস্কৃতি জেনেই ওরা এখানে এসেছে। ওরা এখন ঘোঁট পাকাচ্ছে অন্যান্যদের সাথে। ডঃ জামাল বাদাওয়ি আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের বলেছেন ইসলামে বাইরে চলে গেছি, অর্থাৎ মুরতাদ। এ প্রলাপে উনি কি অপকর্মটা করেছেন তা আমার সাইটে "কে মুরতাদ?" পড়লেই বোঝা যাবে।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী আবারও ঘোষণা করেছেন তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকবার। বিরোধী দল **NDP**-র সবোর্চ্চ নেতা আমাকে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত বদলাবেন না। কিন্তু তবু আইনটা সাংবিধানিকভাবে বাতিল না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ভয়ে ভয়ে আছি কারণ ওদের ধূর্তামী আমরা ভাল করেই জানি, কখন কি হয়ে যায়।

সবাইকে সালাম।

ফতেমোল্লা
২১ সেপ্টেম্বর ৩৫ মুক্তিসন (২০০৫)